بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১০ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাকুলতা, আত্মাভিমান, ব্যবহারিক আদর্শ এবং নিজের অনুসারীদের উপদেশ ও তরবীয়ত প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি নিজের মনিব ও অভিভাবকের পদাঙ্ক অনুসরণে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তাঁর (আ.) ব্যবহারিক আদর্শ এবং নিজের অনুসারীদের উপদেশ ও তরবীয়ত প্রদানের কিছু ঘটনা উপস্থাপন করবো। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এক ব্যক্তির ছেলে মারা গেলে তার এক বন্ধু তাকে সমবেদনা জানাতে আসেন। তখন সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে আর বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি খুবই অন্যায় করেছেন। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, আল্লাহ্ তা'লা তার কোনো অধিকার হরণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরপর বলেন, চিন্তা করা উচিত, এমন কোন্ অধিকার রয়েছে যা বান্দা আল্লাহ্ তা'লার জন্য আবশ্যক করেছেন? আমি তো সর্বদা অবাক হই যে, সেসব মানুষ যারা নিজেদের নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং খোদাভীরুতা ও পবিত্রতা নিয়ে গর্ব করে আবার তারাই কোনো পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হলে চিৎকার করে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এক মদ্যপ কবি, যে ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই ভ্রুক্ষেপহীন ছিল, মদের প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্য সুবোধ হওয়ার পর তিনি বলেন, **'প্রাণ তো তিনি (তথা আল্লাহ্) দিয়েছেন, কিন্তু সত্য কথা হলো তাঁর প্রাপ্য অধিকার আমি প্রদান করতে পারি নি।'** অতএব, প্রত্যেকের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যে নিয়ামত ও সন্তান লাভ করেছি তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়-ই লাভ করেছি আর এ বিষয়টি এই দাবি রাখে যে, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত থাকি, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ দ্বারা যেন তাঁর একত্ববাদ প্রকাশ করি এবং শির্কের সামান্যতম মিশ্রণও যেন আমাদের মাঝে দেখা না যায়।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছোটো ছেলে ছিলেন মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব। তিনি (আ.) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। অসুস্থতার সময় তিনি (আ.) তার বিশেষ যত্ন-আত্তিও করছিলেন এবং অনেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মনে করছিলেন, যদি মোবারক আহমদ সাহেব মারা যায় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রচণ্ড কষ্ট পাবেন। এমনকি ডাক্তার সাহেব যখন তার হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করছিলেন তখন ভয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে পড়ে যান। অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মোবারক আহমদের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পেরে পরম ধৈর্যের সাথে বিষয়টি মেনে নেন এবং বন্ধুদের কাছে পত্রে লিখেন যে, **মোবারক আহমদ মারা গেছে, কিন্তু এ বিষয়ে আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়; আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ তকদীরে আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এরপর বাইরে এসে হাসিমুখে বলতে থাকেন, আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় হলো, মোবারক আহমদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত এলহাম পূর্ণ হয়েছে।**

একত্ববাদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমানের বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, কপুরথলা নিবাসী মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.)

আমাকে পত্রযোগে জানিয়েছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথা ব্যথার রোগ ছিল। সে সময় একজন চিকিৎসক সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি এ রোগের বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রাখেন। তাকে যখন চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে ডেকে আনা হয় তখন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই বলেন, **আমি আপনাকে দু'দিনেই সুস্থ করে দেব, এটি তেমন কোনো সমস্যাই নয়।** একথা শুনে হুযূর আকদাস (আ.) বাড়ির ভেতরে চলে যান আর মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-কে ডেকে বলেন, **আমি ঘুণাক্ষরেও এ ব্যক্তির দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করব না; সে কি আল্লাহ্ হবার দাবি করে? তাকে যাতায়াত ভাড়া ও পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করে দিন।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একত্ববাদের প্রতি ভালোবাসাকে এত গভীর মূল্যায়নের সাথে সম্মানিত করেছেন যার দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, **أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَتَفْرِيدِي، أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ وَلَدِي، إِنِّي مَعَكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ** (উচ্চারণ: **'আনতা মিন্নী বিমানযিলাতি তাওহীদী ওয়া তাফরীদী, আনতা মিন্নী বিমানযিলাতি ওলাদী। ইন্নি মা'আকা ইয়াব্না রাসূলিল্লাহ্'**) অর্থাৎ, যেহেতু এই যুগে তুমি আমার তৌহীদের প্রচারক এবং তৌহীদের হারানো সম্পদ পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করছ, সেজন্য হে মুহাম্মদী মসীহ্! তুমি আমার কাছে ততটাই প্রিয় যতটা আমার তৌহীদ ও তাফরীদ (আমার একত্ববাদ ও অনন্যতা) আর খ্রিষ্টানরা যেহেতু মিথ্যা রটনা ও অপবাদের মাধ্যমে তাদের মসীহ্কে আল্লাহ্র পুত্র বানিয়ে ফেলেছে, তাই আমার আত্মাভিমান এই দাবি করেছে যে, আমি তোমাকে এমনভাবে ভালোবাসি যা একজন সন্তানের প্রাপ্য হয়ে থাকে। যাতে জগতের সামনে সুস্পষ্ট হয়, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিষ্যও 'আতফালুল্লাহ্' (বা আল্লাহ্র সন্তান) হওয়ার মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। এছাড়া যেহেতু তুমি আমার প্রিয়ভাজন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ধর্মের সেবায় দিবারাত্রি মগ্ন থাকো এবং তাঁর ভালোবাসায় বিভোর, তাই আমি তোমাকে আমার সেই প্রেমাষ্পদের আধ্যাত্মিক পুত্র হিসেবে আমার অমর ভালোবাসা এবং আমার চিরস্থায়ী সঙ্গী হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি।

হযরত মুফতী ফযলুর রহমান মুহাজির সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার ঘরে পরপর দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এরপর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, যে মূক ও বধির ছিলো। প্রথম ছেলে অসুস্থ হলেও দ্বিতীয় ছেলেটি বুদ্ধিমান ও সুস্থ ছিলো। তার স্বভাব, চেহারা-সুরত এমন মনোহর ছিলো যে, ছোটো বয়সেই সে গৃহস্থালির সকল কাজকর্ম করতো এবং খুবই বুদ্ধিমান ও মেধাবী প্রতিভাত হচ্ছিল। এসব কারণে আমি তাকে খুবই ভালোবাসতাম। প্রথম ছেলেটি চার বছর বয়সেই অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এরপর দ্বিতীয় ছেলেটিও যে কিনা বুদ্ধিমান ছিলো, সাড়ে চার বছর বয়সে টাইফয়েড আক্রান্ত হয়। আমি অনেক চিকিৎসা করাই, কিন্তু আরোগ্যের কোনো লক্ষণ দৃশ্যমান হচ্ছিলো না। অসুস্থতার পনেরো দিনের মাথায় সে মস্তিষ্কের প্রদাহ জনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে দোয়ার জন্য একটি পত্র লিখেন যে, এই ছেলেটি আমার অনেক আদরের। ওর জন্য দোয়া করুন যেন সে প্রাণে বেঁচে যায়। তিনি (আ.) পত্রের উত্তরে লিখেন, **আমি ইনশাআল্লাহ্ দোয়া করবো, কিন্তু যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ সিদ্ধান্ত হয় তবে তা টলানো যাবে না। তখনই আমার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এ সন্তান আর বাঁচবে না।** সেদিন ঐ ব্যক্তির হুযূর আকদাসের সাথে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি (আ.) তাকে তাঁর সাথে যেতে বারণ করেন এবং বাড়িতেই থাকতে বলেন। পরদিনই সেই সন্তান মৃত্যুবরণ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাড়িতে ফিরেই তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং বলেন, **আমার ধারণা হলো, ঐ সন্তানের প্রতি তোমার ভালোবাসা শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে**

গিয়েছিল, তাই তার জীবিত থাকা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তিনি (আ.) আরও বলেন, **আমি তোমার সন্তানের জন্য অনেক দোয়া করেছি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দিবেন।** এরপর সেই সাহাবীর সুস্থ-সবল আরও পাঁচজন পুত্র সন্তান হয় এবং তারা দীর্ঘায়ুও লাভ করে।

কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশওয়ারী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রথম দিকে কাদিয়ানে গিয়েছিলাম তখন এক ব্যক্তি তার সন্তানকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। যখন সেই ছেলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করতে অগ্রসর হয় তখন সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে সে হুযূর পায়ে হাত লাগানোর চেষ্টা করে। তখন তিনি (আ.) নিজের হাত দিয়ে এমনটি করতে বাধা দেন আর আমি লক্ষ করি যে, তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। অতঃপর তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, **নবীরা পৃথিবীতে শির্ক নির্মূল করার জন্য এসে থাকেন, আমাদের কাজও শির্ক নির্মূল করা, শির্ক প্রতিষ্ঠা করা নয়।**

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সম্ভবত ১৯০১ সালের কথা। একদা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মহান আল্লাহ্র তৌহীদ সম্পর্কে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন আর সেখানে তিনি বলছিলেন, কিছু মানুষ কারো কাছ থেকে উপকৃত হয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' না বলে সরাসরি 'জাযাকাল্লাহ্' বলে দেয়। যদিও বাহ্যিকভাবে এটি সঠিক মনে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম বিচারে এ ধরনের কথার মাঝেও একপ্রকার শির্কের (বা অংশীবাদিতার) ছাপ রয়ে যায়। কারণ অনুগ্রহকারীর সত্তা এবং যে জিনিসের মাধ্যমে সে অনুগ্রহশীল সাব্যস্ত হয়েছে– উভয়টিই সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট। তাই অনুগ্রহে সিক্ত ব্যক্তির উচিত হলো– সে যেন 'জাযাকাল্লাহ্' বলার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এবং অনুগ্রহ লাভের পর 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে, কেননা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যক হলো, প্রথমে উপায়-উপকরণের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তারপর সেই ব্যক্তিকেও 'জাযাকাল্লাহ্' বলে দেওয়া উচিত। অতএব, এগুলো ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা। বর্তমান যুগে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর দাস হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এই তৌহীদের বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানো এবং একে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দৃষ্টিপটে রেখে অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বেশি দিন টিকবে বলে মনে হচ্ছে না। বস্তুত এতে ইতোমধ্যেই ফাটল ধরতে শুরু করেছে। ইসরাঈলী সরকার লেবাননে অনবরত আক্রমণ করে ইরানকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেন তারা পালটা আক্রমণ করে। এখন কতিপয় ইউরোপিয়ান নেতারা পর্যন্ত ইসরাঈলের এই কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছে। এর বেশি তারা না চেষ্টা করতে চায়, না তাদের এর থেকে বেশি কিছু করার সাহস ও শক্তি আছে। সর্বোপরি আমাদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন মুসলিম বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)